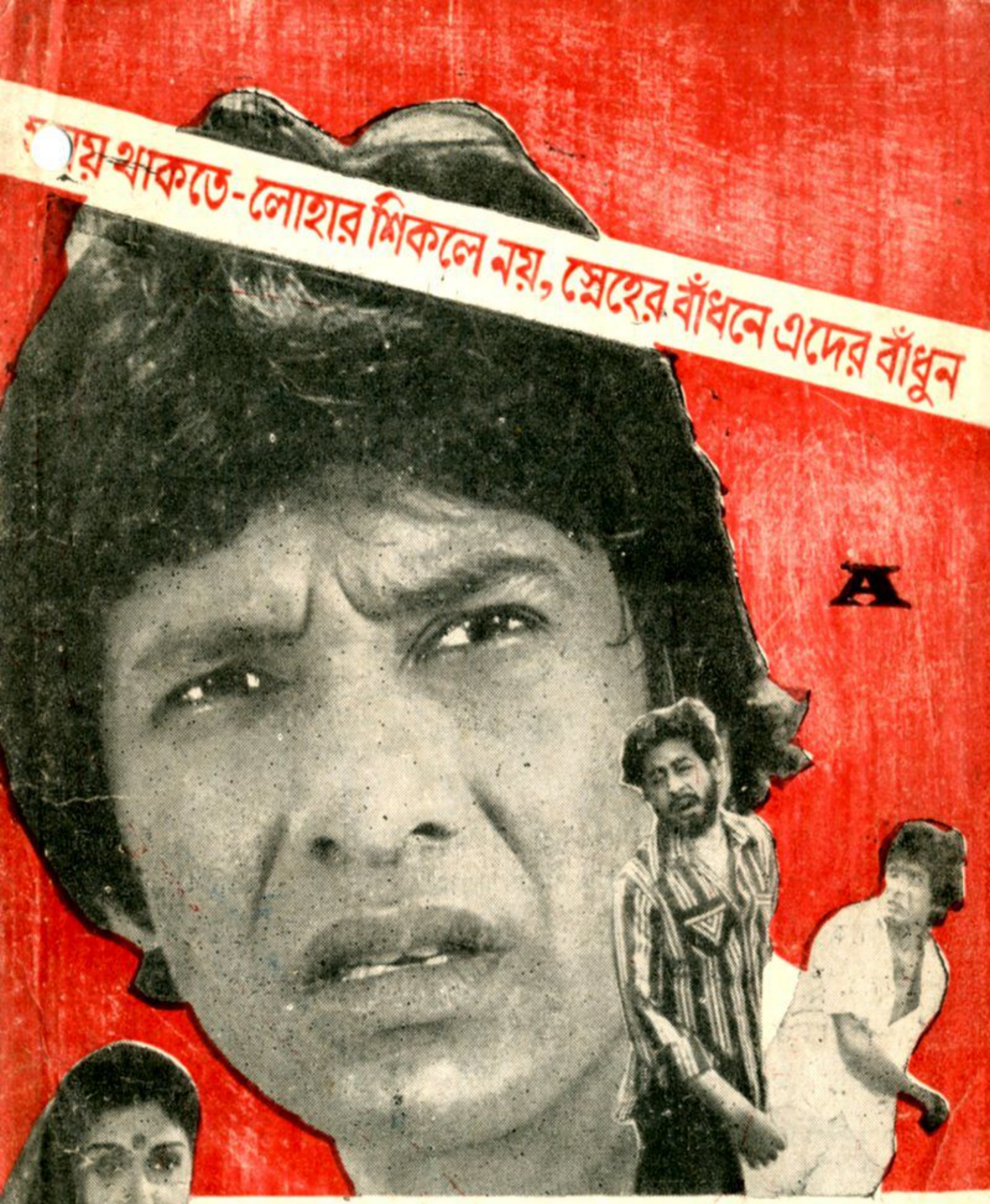

থাকতে-লোহার শিকলে নয়, স্নেহের বাঁধনে এদের বাঁধুন
A
সিদ্ধার্থ ফিল্মস নিবেদিত
শৃঙ্খল
ইস্টম্যানকলার

সিদ্ধার্থ ফিল্মস প্রাযোজিত

শৃংখল (A)

(ইষ্টম্যানকলার)

কাহিনী/চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—**আবীর বসু**

গীতিকার : **মিণ্টু ঘোষ** * সংগীত পরিচালনা—**রবীন ব্যানার্জী** (বম্বে)

আলোক চিত্র : পিণ্টু দাশগুপ্ত ॥ সম্পাদনা : অময় লাহা ॥ প্রধান শিল্প নির্দেশনা : বুদ্ধদেব ঘোষ ॥ কর্মাধ্যক্ষ : তাপস দাস ॥ রূপসজ্জা : দেবী হালদার ॥ শব্দগ্রহণ : দূর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সংগীত গ্রহণ : বলরাম বারুই ॥ নৃত্য পরিকল্পনা : মিস শেফালী ॥ পূনঃশব্দযোজনা : বি, কে, চর্তুবেদী (বম্বে) ॥ প্রচার : বিমল মুখার্জী

ঃ নেপথ্য কণ্ঠে ঃ

অমিতকুমার ॥ অরুন্ধতী হোমচৌধুরী ॥ রবি ঘোষ

মান্তু ব্যানার্জী ॥ রবীন ব্যানার্জী

ঃ সহকারীবৃন্দ ঃ

পরিচালনা : সৌমেন সিংহরায়, ধ্রুব দত্ত, প্রণব সমাজপতি, বিজন দস্তিদার সঙ্গীত : শৈলেশ রায়, অলোক ব্যানার্জী ॥ আলোক চিত্র : বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, অলোক কুণ্ডু ॥ আলোক সম্পাত : নব মান্না, গুপিনাথ জানা, অজিত দাস, সতীশ, কেদার, তুলসী দাস, প্রতাপ, প্রদীপ সরকার ॥ সঙ্গীত গ্রহণ : প্রভাস বর্মন সম্পাদনা : জয়ন্ত লাহা, উত্তম রায় ॥ শব্দগ্রহণ : গোপাল দাস, ভোলানাথ সরকার কর্মাধ্যক্ষ : শঙ্কর ব্যানার্জী, বিশু রায়, তুষার হালদার, তোপ বাহাদুর, বেচু পরামাণিক ॥ রূপসজ্জা : বিমল মুখার্জী ॥ পোষাক : অজিত দাস, শেরআলি চিত্রাঙ্কণ : ৺কাশীনাথ দাস ॥ পরিচয় লিখন : নিতাই বোস ॥ স্থির চিত্র : এডনা লোরেঞ্জ প্রাঃ লিঃ ॥ শিল্প নির্দেশনা : শশাঙ্ক সান্যাল ॥ আলোক সরবরাহ : বি, ডি এন্টারপ্রাইজ।

—ঃ বিশ্ব পরিবেশনায় :—

চয়ন ফিল্মস ডিষ্ট্রিবিউটারস

কলিকাতা-৭০০ ০২০

ঃ পবিবেশনায় ঃ

মিতালী ফিল্মস (প্রাঃ) লিমিটেড

কলিকাতা-৭০০ ০১৩

কাহিনী

গ্রামের ছেলে সওদা ছোটবেলাতেই কুসঙ্গে পড়ার জন্য বাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়। সে শহরে আসে যেখানে সে বড়ো হয়, কালক্রমে কিছু অসামাজিক ও কালোবাজারীর ছত্রছায়ায় সে গুণ্ডামীকে পেশা করে নেয়।

অন্যদিকে, শহরের আদর্শবান স্কুল শিক্ষকের ছেলে ভাস্কর নিজেও একজন আদর্শবান শ্রমিক। পিতৃ-মাতৃহীন ইন্দ্র ভাস্করের বন্ধু, রূপা ইন্দ্রর বোন, পরীক্ষা কেন্দ্রে অসৎ উপায় অবলম্বনের জন্য স্কুল শিক্ষকের সাথে স্কুলের সেক্রেটারীর ছেলের সংঘাতকে কেন্দ্র করে ভাস্কর ও সওদা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে!—এইভাবেই শুরু হয় আদর্শের সঙ্গে চক্রান্তের সংঘাত।

অসময়ের সঙ্গে সওদার পরিচয়, সেই সূত্রে অসময়দের বাড়ীতে সওদার প্রায়শঃই যাতায়াত। অসময়ের বিধবা ভ্রাতৃবধূ বৃথা ও তার মেয়েকে সওদার কেন জানি না ভাল লেগে গেল। ওদের মানবতা প্রেমিক পিসীমা সওদাকে তাঁর স্নেহ ভালবাসা দিতে কোনরকম কার্পণ্য করেন নি, স্নেহ বুভুক্ষু সওদা চিরকাল যে স্নেহ ভালবাসা থেকে বঞ্চিত ছিল তার নতুন করে জীবন দর্শন হয়। নিজের

জীবনধারাকে সে পরিবর্তিত করার চেষ্টা করে, যেখানে সমস্ত ঘটনা নতুন মোড় নেয়। সওদার পালনকর্তা ব্যবসায়ী লোকরাজের চোখে সহ্য হয়না সওদার এই পরিবর্তন বা আদর্শের দিকে ঝোঁকা। ফলস্বরূপ ঘটে একের পর এক সংঘর্ষ। অবশেষে বিরক্ত, অনুতপ্ত ও বীতশ্রদ্ধ সওদা ছুটে যায় লোকরাজের প্রতি বদলা নিতে।

বাকীটা রূপালী পর্দায় দেখুন.....

এই পুস্তিকায় ভুলবশত: "বল বল বল সবে শত বীণা বেণু রবে" গানটির রচয়িতা অতুলপ্রসাদের স্থলে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং শব্দগ্রাহকের নাম দুর্গাদাস মিত্রের স্থলে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছাপা হয়েছে। এই মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত।

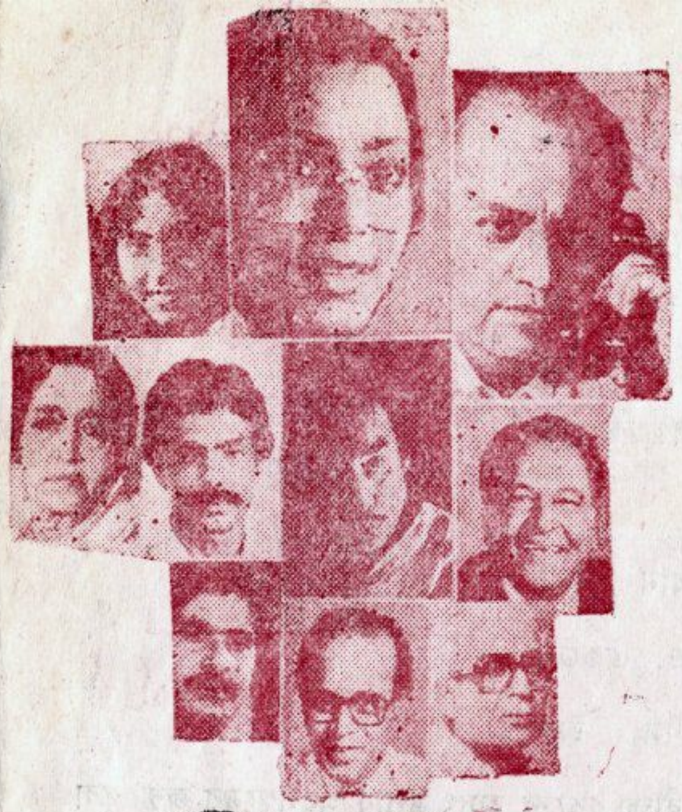

(১)

কথা : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
শিল্পী : অরুন্ধতী হোমচৌধুরী

বল বল বল সবে
শতবীণা বেণু রবে
ভারত আবার জগৎ সভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্মে মহান হবে
কর্মে মহান হবে
নব দিনমণি উদিবে আবার
পুরাতন এ পূরবে।
আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী
ঘিরি তিনদিক নাচিছে লহরী
যায়নি শুকায়ে গঙ্গা গোদাবরী
এখনও অমৃতবাহিনী।
প্রতি প্রান্তর প্রতি গুহাবন
প্রতি জনপদ তীর্থ অগণন
কহিছে গৌরব কাহিনী।
ভোলেনি ভারত
ভোলেনি সে কথা
অহিংসার বাণী উঠেছিল যেথা
নানক নিমাই বলেছিল ভাই
সকল ভারত নন্দনে
ভুলি ধর্মভেদ জাতি অভিমান
ত্রিশ কোটি দেহ হবে এক প্রাণ
এক জাতি প্রেম বন্ধনে।

(২)

কথা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শিল্পী : অরুন্ধতী হোমচৌধুরী

মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছো
তোমায় করি গো নমস্কার।
মোর অন্ধকারের অন্তরে তুমি হেসেছো
তোমায় করি গো নমস্কার।

এই নম্র নীরব সৌম্য গভীর আকাশে
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই শান্ত সুধীর তন্দ্রানিবিড় বাতাসে
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই ক্লান্ত ধরার শ্যামলাঞ্চল আসনে
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই স্তব্ধ তারার মৌনমন্ত্র ভাষণে
তোমায় করিগো নমস্কার।
এই কর্ম অন্তে নিভৃতে পান্থশালাতে
তোমায় করিগো নমস্কার।
এই গন্ধ গহন সন্ধ্যা কুসুম মালাতে
তোমায় করিগো নমস্কার।

(৩)

কথা : মিন্টু ঘোষ
শিল্পী : অমিতকুমার

কলকল্লোলে জাগে
যদি এমনই উষা
এখনও জানি না
এ কিসেরই তৃষা
সুর ঝংকারে যদি
ওঠে পাখীরা গেয়ে
কেন যে বুঝি না
কি তাদেরই ভাষা।
আমাকে নিশিদিন
কে ডাকে নিশিদিন
এখনও পাইনি
খুঁজে খুঁজে ওগো তার দিশা
যে পথে চলেছি
কেন যে চলেছি
বুঝি না একি সেই
মরীচিকা নাকি কোন আশা।
কি আমি চেয়েছি
কি আমি পেয়েছি
কি হবে হিসেবে
ধরা দেবে না তো ভালবাসা

সংগীত

(৪)

কথা : মিন্টু ঘোষ

শিল্পী : অমিতকুমার, রবি ঘোষ, মান্তু ব্যানার্জী

অজানা দৈত্যের হাতে হয়ে বন্দী
দু চোখে ভয় শুধু কি ভাবে পালাবে সে
কি ভাবে

রাজারই কন্যা খোঁজে সে তো ফন্দি
আঁধারে পথ কোথায় কে তাকে দেখাবে যে
কে দেখাবে

কি ভাবে সে দেবে খবর পাঠিয়ে
যা শুনে এখনই ঘোড়া ছুটিয়ে
টগবগ করে

তার কাছে আসবে সেই রাজার কুমার হো হো হো
সারাদিন তাকে যে সে ডাকে, সে ডাকে, সে ডাকে
মনে মনে সে ডাকে

কি হল কি হল হঠাৎ আচমকা
কে এল কে এল রাজার কুমার না
রাজার কুমার

তার হাতে ঝকমকে রূপোর তলোয়ার হো হো হো
দৈত্য মরবে

সাড়া তো দিল সে এ ডাকে, এ ডাকে, এ ডাকে
সাড়া দিল এ ডাকে

(৫)

কথা : মিন্টু ঘোষ

শিল্পী : অমিতকুমার

সব রাতেরই শেষে
দিন এসে ডেকে যায়
আমার এ রাত হয় না তো শেষ
আঁধারে থেকে যায়।

আকাশ বাতাস ঘিরে
অনেক আলো আশা
এই জীবনে যা পেয়েছি, সবই তো নিরাশা

কোন অভিশাপ আমার আলোর সে পথ ঢেকে যায়
এই পৃথিবীর বুকে
অনেক ভালবাসা
আমি কিছুই পেলাম না তো, পেলাম শুধু ব্যথা
কেউ কি গো নেই নিজের করে কাছে ডেকে নেয়

ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

ফিল্ম সারভিস, ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবোরেটরীজ (শব্দগ্রহণ), ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও, টেকনিশিয়ান ষ্টুডিও (সঙ্গীত গ্রহণ); বি, আর সাউণ্ড এণ্ড মিউজিক (বম্বে) পূনঃ শব্দযোজনা, নবরঙ্গ ষ্টুডিও (বম্বে), লতিকা ভট্টাচার্য, লতিকা সমাজপতি, মোহন সুরাইয়া, গৌতম গুহ, স্বাধীন চ্যাটার্জী, মাণিক গাঙ্গুলী, শক্তি ফিল্মস (বম্বে), অলোক দাসগুপ্ত, রবীন কর, গৌতম বিশ্বাস, জ্যোতি রায়, মিঠু সেন (বম্বে) অশোক মৈত্র আসগরি বেগম এবং অন্যান্য, প্রতিবন্ধী শিক্ষা কেন্দ্র (মাঝেরহাট), এডল্যাব বম্বেতে পরিস্ফুটিত অমর নান, এইচ; এম; ভি, ব্রাহ্ম সমাজ, বিশ্বভারতী, নিউ ইণ্ডিয়ান ক্লাব (ভবানীপুর), মানব ব্রহ্ম, সিনে ট্রেন্স এণ্ড এফেক্টস (ট্রেলার দয়াভাই কাঞ্চনভাই, বম্বে), এস কে ব্যানার্জী

ঃ অভিনয়ে ঃ

অভিজিৎ সেন (বম্বে) ।। **বীণা** (বম্বে) ।। **জয় সেনগুপ্ত** ।। **শ্রীলা মজুমদার** ।। **উৎপল দত্ত** **সন্তোষ দত্ত** ।। **রবি ঘোষ** ।। **অনুপকুমার** ।। **দুলাল লাহিড়ী** ।। **সন্ধ্যা বন্দ্যোপাধ্যায়** (পি এল টি) ।। **প্রবীরকুমার** ।। **ছায়া দেবী** ।। **অসিত সেন** (বম্বে) ।। **সীমান্ত চ্যাটার্জী** নিমু দস্তিদার ।। রবীন কর ।। খোকন সমাজপতি ।। অজিত চ্যাটার্জী (ছোট) ।। সোনা গাঙ্গুলী ।। বলাকা চৌধুরী ।। লীনা ব্যানার্জী ।। সোনালী ।। দেবু ।। অজিত দাস গোপাল ব্যানার্জী ।। বিশু ব্যানার্জী ।। সৌমেন সিংহরায় ।। পরিমল ।। মানব দাস মিন্টু দাশগুপ্ত ।। সিন্টু ।। দীপক ।। মহাদেব ও সুইটু শাহ

"সময় থাকতে এদের বাঁধুন
লোহার শিকলে নয়
স্নেহের বাঁধনে।

আমাদের পরিবেশনায়
পরবর্তী চিত্রোপহার!

দেবতাও ভুল করে-মানুষ তো কোন ছার

বন্দনা গাঙ্গুলী প্রযোজিত

ভুলভুলি পিকচার্সের

প্রায়শ্চিত্ত

কাহিনী·চিত্রনাট্য অঞ্জন চৌধুরী

পরিচালনা অরবিন্দ মুখার্জী

সংগীত দিলীপ-দিলীপ

শ্রেঃ সুমিত্রা·রঞ্জিৎ·মহুয়া·সমিত·বিকাশ
অসীমকুমার·ছায়া দেবী

মিতালী ফিল্মস প্রাঃ লিঃ

নতুন খবর প্রেস, কলিঃ-১২ (৩৪-১৮৬৬/৩৬-৩৫১০) হইতে মুদ্রিত